দৈনিক বাংলা

18 NOV 1991

তারিখ 18 NOV 1991 পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হলে সব প্রত্যাশা ভণ্ডুল হবে

স্টাফ রিপোর্টার : বুলেট আর বারুদের ব্যবহার সমাজের স্বস্তি নিয়ে গেছে। জাতির সামনে অশনি সংকেত। সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে সব আশা-ভরসা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' শীর্ষক এক মুক্তালোচনায় গতকাল বক্তারা এ অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক ফোরাম এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। মুক্তালোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী। আলোচনায় অংশ নেন ছয়জন সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর। এতে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি আব্দুর রহমানচৌধুরী।

মুক্তালোচনায় সন্ত্রাসের কারণ, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, অবৈধ অস্ত্রের উৎস, পুলিশের ভূমিকা এবং সন্ত্রাস দমনের পদক্ষেপ নিয়ে দীর্ঘ তিন ঘন্টা আলোচনা হয়। মুক্তালোচনাটি পরিচালনা করেন ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম জগলু। স্বাগত বক্তৃতা দেন গণতান্ত্রিক ফোরামের নেতা মোস্তাকুর রহমান মঈন।

মুক্তালোচনায় প্রধান অতিথির ভাষণে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাস দ[মনে ব্যর্থ হলে]

(প্রথম পৃঃ পর)

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস জাতীয় জীবনে মহা-দুর্যোগের সংকেত। একটি রাজনৈতিক দল কিংবা শুধু সরকারের একক প্রচেষ্টায় এ সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের এই নবযাত্রার সময় প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা। এ তিনটির অভাব হলে সন্ত্রাস দমনই হোক কিংবা অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন বা অন্যান্য জাতীয় সমস্যাই হোক, কোনটিরই সমাধান সম্ভব নয়। এক কথায় গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, এদেশে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি তৃতীয় শক্তির হাতে ছিল। আমরা যদি এ শক্তিকে পুনরায় আহবান না জানাই কিংবা পুনরায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে না চাই, তবে অবশ্যই আমাদেরকে গণতন্ত্র সুসংহত করতে হবে। গণতন্ত্র সুসংহত করতে না পারলে ঐ শক্তি আবারও আমাদের কাঁধে চেপে বসতে পারে। তিনি বলেন, যদি সন্ত্রাসকে আমরা মনে করি জাতীয় দুর্যোগ, তাহলে সকলের একত্রিত হতে হবে।

স্পীকার বলেন, একটি দলকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা বড় কথা নয়। এখন বড় কথা হচ্ছে গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না। তাই এ মুহূর্তে সরকারকে সহযোগিতা করা দরকার। শুরুতেই যদি বলা হয় সরকার ব্যর্থ, শুরুতেই যদি চরমপত্র কিংবা আন্দোলন শুরু করে দেয়া হয়, তাহলে করার কিছুই থাকবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলেরও ভূমিকা আছে। বিরোধীদলকে এ ব্যবস্থায় ছায়া সরকার বা 'শ্যাডো ক্যাবিনেট'ও বলা হয়। তাই বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন।

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী জানান, সন্ত্রাস নিরসনে সর্বদলীয় যে সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে, তার প্রতিবেদন শীগগীরই পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ১২ই অক্টোবর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জাতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এ ব্যাপারে বাস্তব কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তার উপায় বের করার জন্যে সংসদ থেকে ৪৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটি যত কার্যকর হবে ততই গণতন্ত্র সুসংহত হবে। তাই বর্তমান মুহূর্তে প্রয়োজন ধৈর্যের। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমরা কোন সমস্যা এড়িয়ে যাব না। সমস্যাগুলো চিহ্নিত হবেই।

প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ৭ বছরের বেশী সময় ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলাম। ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ গুটিকয়েক সন্ত্রাসী সম্পর্কে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী সর্বগুণে গুণান্বিত। কিন্তু তারা তাদের কোন মতামত বলতে পারে না। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র নেই। গুটিকয়েক অস্ত্রধারীই নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয়।

একজন ছাত্রের বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী বলেন, এক অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার রাউন্ড গুলিবর্ষণ হয়েছে। ক্যাম্পাসে এক হাজার পুলিশও ছিল। সেখানে একজন শিক্ষক কি করতে পারেন? আমি আমার ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারি—এমন অবস্থায় একজন শিক্ষক দৌড়ে গিয়ে কোন স্টেনগানে হাত দেবে? স্টেনগান তো দু'দিকেই থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শুনেছি ক্যাম্পাসে স্টেনগানে হচ্ছে না। এবার নাকি মর্টার আসছে।

ক্যাম্পাসে পুলিশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকাত পড়েছে। ভাইস-চ্যান্সেলর পুলিশকে খবর দিয়েছে। পুলিশ এসে কিছুই করল না। তাতে ভাইস-চ্যান্সেলরের আর করার কি আছে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেকোন দেশের সরকার যদি শোনে ঐখানে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে তখন তাদের ঘুম হারাম হওয়ার কথা। কিন্তু কোথায়? সর্বত্র হাজার হাজার অস্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সরকার কি আজ পর্যন্ত এমন নজীর দেখিয়েছেন?

প্রফেসর এম ইন্নাস আলী

সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এম ইন্নাস আলী বলেন, সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে চরম আঘাত হেনেছে। সামনে ভবিষ্যৎ নেই। সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে জাতিকে এর চরম মূল্য দিতে হবে। ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এদেশের অনেক উত্থান-পতন ছাত্রদের দ্বারাই ঘটেছে। তাই ছাত্ররা একটা বড় শক্তি ভেবেই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলে টেনে নিয়েছে। কিন্তু এসব রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন নীতি

[সন্ত্রাস দ]মনে ব্যর্থ হলে

আছে বলে আমি জানি না।

শিক্ষার কথা উল্লেখ করে প্রফেসর ইন্নাস আলী বলেন, আমাদের শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষালাভ করে চাকরি পাওয়া যাবে না। তাই ছাত্ররা ভাবছে শিক্ষা নিয়ে কী লাভ? তার বদলে রাজনীতি করি, সন্ত্রাসী হই। এছাড়া আমাদের শিক্ষকরাও শর্টকার্ট করছেন। ঠিকভাবে শেখান না। তারাও দলাদলিতে ব্যস্ত। কিছু কিছু শিক্ষকও সন্ত্রাসের মদদ দিয়েথাকেন।

সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শুধু কমিটি করে বিলম্ব করলে চলবে না। সরকার চালাতে হলে শক্ত হাতে করতে হবে। দুর্বল হলে চলবে না। অন্যদিকে সন্ত্রাস বন্ধে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সকল দলকে সহযোগিতা করতে হবে।

প্রফেসর শামস-উল-হক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল-হক বলেন, সন্ত্রাসী শক্তি বর্তমানে তার অবস্থান আরও দৃঢ়তর করে ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ তৎপরতায় জাতি শংকিত। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও কেন শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস কবলিত? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও সন্ত্রাস দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কেন পদক্ষেপ গ্রহণে অসমর্থ? রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস দমনে কেন সক্রিয় হচ্ছে না? তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও সন্ত্রাসের সহঅবস্থান অসম্ভব। সন্ত্রাস দমিত না হলে গণতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু এবং অচিরেই পেশী শক্তির শিকার হয়ে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রফেসর শামসুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলাদলিও সন্ত্রাসের অন্যতম একটি কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা রাজনীতি করেন না বক্তব্যকে খন্ডন করে প্রফেসর হক বলেন, শিক্ষক রাজনীতির আমি একজন শিকার। ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালে আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাসায় আগুন দেয়া হয়েছিল। আমি তখন জানতাম না, বাসায় আমার দু'সন্তান ছিল। আমি তখনি ঐ ছাত্রদের এসে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা আমাকে বলেছে, তাদেরকে আগুন লাগাতে বাধ্য করা হয়েছিল। তখনকার প্রতিমন্ত্রী সাহেবই (জিয়াউদ্দীন বাবলু) ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি। পরে তিনি এসেই আমাকে বলেছেন, স্যার, আমি অপরাধী। আমাকে ঘুমোতে দেয়া হয়নি। কয়েকজন শিক্ষক এ কাজ করাতে আমাকে বাধ্য করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ দু'দল শিক্ষকের রাজনীতির শিকার। তাই শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়িত নয়, অন্তত আমি বলতে পারি না।

প্রফেসর শামসুল হক বলেন, ছাত্র রাজনীতি এখন ইস্যুভিত্তিক নয়। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে আজ ভাবতে হবে তাদের ছাত্র শাখা থাকবে কি থাকবে না। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা আমি বলছি না। আমার মতে ছাত্র রাজনীতি জাতীয় স্বার্থেই হতে পারে। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা অনেক সমস্যারই সমাধান করেছ। এবার সন্ত্রাস দমনেও তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রফেসর মোহাম্মদ আলী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বলেন, ছাত্র রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটন করা না গেলে ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। তিনি বলেন, সকল শিক্ষককে এ ঐকমত্যে আসতে হবে যে ছাত্রদের ব্যাপারে তারা হবেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলোকে চিন্তা করতে হবে তাদের ছাত্র সংগঠনে তারা সশস্ত্র গ্রুপ অর্থাৎ অস্ত্র রাখবেন কি রাখবেন না। সন্ত্রাস দমনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কেন তারও কারণ বের করতে হবে।

প্রফেসর আমিনুল হক

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আমিনুল হক বলেন, নগণ্য সংখ্যক ছাত্র নামধারী সন্ত্রাস করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঢাকার জন্য। তিনি দুঃখ করে বলেন, আগে শিক্ষাদান করা হত। এখন শিক্ষা বিক্রি হয়।

রফিকুল ইসলাম জগলু

ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম জগলু বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও সন্ত্রাসের কারণে ছাত্রদের জীবন দিতে হচ্ছে। সন্ত্রাস নির্মূল হচ্ছে না। শিক্ষকদের বক্তব্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষকদের রাজনীতির কারণে গোলাগুলি হয়েছে এমন নজীরও রয়েছে। শিক্ষক রাজনীতির কারণে একবার একজন ছাত্রকে তিনতলা থেকে নিচেও ফেলে দেয়া হয়েছিল। জনাব জগলু বলেন, আমার জানামতে একজন সন্ত্রাসী আছেন যিনি একটি ক্লাস করেননি, একটি টিউটরিয়াল পরীক্ষাও দেননি। আমার প্রশ্ন ঐ সন্ত্রাসী ছাত্রটি কিভাবে মাস্টার ডিগ্রীতে প্রমোশন পেলো? কারা তার পরীক্ষা নিল?

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

সভাপতির ভাষণে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাস নিয়ে সমগ্র জাতি আজ শংকিত। আমাদের ছাত্রদের এভাবে আমরা আর ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না। আমি আবারও ছাত্রদের লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে যাতে মুক্তবুদ্ধি চর্চা করতে পারে তার ব্যবস্থা করার আহবান জানাচ্ছি।